আক্কেল গুড়ুম।

(সামাজিক রঙ্গ-চিত্র।

শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ চৌধুরী
প্রণীত।

প্রকাশক-
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।
৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

 [মূল্য ॥৹ আট আনা মাত্র।

কলিকাতা,
১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন,
"কালিকা-যন্ত্রে"
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ পত্র

বৎস,

তুমি এই কয়দিন মাত্র আমাদের কাছে আসিয়াছ। কিন্তু তোমায় পাইয়া আমাদের যে কত আনন্দ তাহা একমাত্র অন্তর্য্যামী ভিন্ন কেহই জানেন না। তাঁহার চরণে নিয়ত প্রার্থনা করি, তুমি যেন চিরসুখী হও।

আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি তোমারই ন্যায় আমার আত্মজ। ইহা তোমারই অনুজ। মনে বড় আশা হয় দীর্ঘজীবি হইয়া তুমি সুসাহিত্যের আলোচনা করিবে। মঙ্গলময় কি আমার এ সাধ পূর্ণ করিবেন না! ইতি

৩৮ নং এলগিন রোড,
ভবানীপুর।
১০ই ভাদ্র, ১৩১৬।

শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ চৌধুরী

ভূমিকা।

এই পুস্তকখানির ভূমিকা লিখিতে আমি অনুরুদ্ধ হইয়াছি। ভূমিকা লিখিতে হইলে গ্রন্থের একটু সমালোচনা করা আবশ্যক। কিন্তু উপস্থিত আমার স্বাস্থ্য যেরূপ ভগ্ন এবং চক্ষে ছানি পড়ায় দৃষ্টিশক্তির যেরূপ খর্ব্বতা হইয়াছে, তাহাতে আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হইয়া আমাকে এই প্রীতিপ্রদ কার্য্য হইতে বিরত হইতে হইল। তবে গ্রন্থকার সম্বন্ধে দুই একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। বগড়ীবাড়ীর প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ চৌধুরী এই পুস্তকের প্রণেতা। তিনি উচ্চবংশ সম্ভূত মহাশয় ব্যক্তি। তাঁহার অনেক গুণের কথা শুনিয়াছি এবং শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি ধার্ম্মিক, সৎকর্ম্মশীল ও সচ্চরিত্র। সাহিত্যে তাঁহার প্রবল অনুরাগ। বর্ত্তমান পুস্তকখানি তাঁহার প্রথম উদ্যম। সাহিত্যজগতে তিনি উত্তরোত্তর প্রতিষ্ঠালাভ করুন—ইহাই আমার ঐকান্তিক কামনা।

পুস্তকখানি গ্রন্থকার তাঁহার নবজাত শিশুকে উৎসর্গ করিয়াছেন। সুন্দর উৎসর্গ! বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি নবকুমার যেন উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র হইয়া দেশের মুখোজ্জ্বল করেন।

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।



পুরুষগণ

পশুপতি	...	...	উচ্ছন্নমতি যুবক।
বিভূতি	...	...	পশুপতির বন্ধু।
বলাই	...	...	ঐ বন্ধু।
গণেশ	...	...	ঐ ভায়রাভাই
গদা	...	...	ঐ চাকর।

শ্রীরামদাদা, জমাদার ও পাহারাওয়ালা ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

কুন্তলা	...	...	পশুপতির পত্নী।
উজ্জ্বলা	...	...	গণেশের পত্নী।
ফুলমণি	...	...	গোয়ালিনী।
রামমণি	...	...	চাকরাণী।

বলাইয়ের আয়িমা ও ফুলমণির সই ইত্যাদি।

আক্কেল গুড়ুম।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বাসরঘর।

পশুপতি বাবু এবং কুন্তলা, উজ্জ্বলা ও অন্যান্য সম্পর্কীয়া অসম্পর্কীয়া যুবতী ও প্রৌঢ়াগণ।

জনৈক যুবতী। বলি হ্যাঁগা বর, গোঁজমোহনটীর মত বসে আছ কেন? দুটো গান গল্প কর?

উজ্জ্বলা। জামাইবাবু, আমার বোনটীকে মনে ধরেছে ত?

পশুপতি। যাকে চোখে দেখলুম না, তাকে আর মনে ধরেছে কেমন কোরে বলি বলুন? তবে যদি আপনাকে দেখে বলতে হয়, তবে বোধ হয় কতক কতক।

উজ্জ্বলা। ওমা, সেকিগো! চার চোখে যখন মিল হল, তখন কি ঘোঁড়ার ঘাস কাটছিলে, না তুমি রাতকাণা?

পশুপতি। ঘাসও কাটিনি, রাতকাণাও নই; তবে কি জানলেন চোখের পলকের মধ্যে চেহারাটা রীতিমত আয়ত্ত ক'ত্তে পারা যায় না। আমরা হলুম সব সূক্ষ্মদর্শী বিচারক; একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে হলে আমাদের অনেক প্রণিধান ক'ত্তে হয়। কাজেই আপনার কথার জবাব দিতে পাচ্চি না। আপনি বোধ হয়, এঁর জ্যেষ্ঠা। অন্ততঃ আকৃতি প্রকৃতি, চাল চলন, ধরণ ধারণ দেখে সেইরূপই মনে হয়। সুতরাং আপনার কাছে নিবাত নিষ্কম্পভাবে সকল কথাই বলতে পারা যায়। দেখুন, স্বামীর কাছে স্ত্রীর এত লুকোচুরি ঘোমটাঝুমটার প্রথাটা আমাদের সমাজের একটা বিষম বিভ্রম। barbarous!

জনৈক প্রৌঢ়া। অ জামাই, রেলগাড়ীর মতন অত বকচ কি? নেশা ভাং কর নাকি? বৌ দেখ'নি—তা দেখ না, বাসর ঘরে আবার লজ্জা কি?

পশুপতি। ও বাসর ফাসর বুঝি না, লজ্জা রাখাটাই shameful. Light দিন, light দিন!

(সকলের কুন্তলার ঘোমটা উন্মোচনের চেষ্টা।)

জনৈক যুবতী। দ্যাখ্, দুষ্টুমি করিসনি, মুখ খোল!

পশুপতি। দেখলেন, দেখব আর কি! "লাজে অবনত-মুখী তনুখানি আবরি:"

উজ্জ্বলা। (কুন্তলার ঘোমটা ধরিয়া) ঐ দ্যাখ, জামাইবাবু রাগ ক'চ্চে, ঠাট্টা ক'চ্চে; মুখ খোল বলচি!

পশুপতি। অত টানাটানি কোরে মুখ খুললে কি আর

মুখের কিছু beauty থাকে! সমস্ত মুখখানা আঁকড়া বাঁকড়া হয়ে কিম্ভুত রকম দেখায়!

জনৈক প্রৌঢ়া। (কুন্তলার ঘোমটা খুলিয়া) নারে ভাই না, আমার নাতনীর এমন রূপ নয় যে একটু ঘাঁটলেই কুঁচকে যাবে? এখন কেমন কোরে দেখ্‌বে দেখ? নাতনী আমার লেখাপড়া না জানলেও রূপে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।

পশুপতি। (উজ্জ্বলাকে দেখাইয়া) কিন্তু ইনি ত বেশ কথা কন?

প্রৌঢ়া। ও যে ভাই Bethune School-এ পাশের পড়া পর্য্যন্ত পড়েছিল, আর ঘরেও ২৪ ঘণ্টা পড়াশুনো করে; ওর সঙ্গে কি আর কারো তুলনা হয়!

পশুপতি। That's all right—that's all right! দিদি, আপনার poor sister-কে light দিন!

উজ্জ্বলা। সে যা হয় হবে, এখন কেমন দেখলে বল দেখি? (কুন্তলার মুখ খুলিয়া) এই দ্যাখ, বেশ কোরে দ্যাখ—এইবার মনের কথাটা খুলে বল দেখি?

পশুপতি। দাড়াও বলচি—বলচি! simile চাই—simile চাই! মনে পড়েচে; মনে পড়েচে—মহাকবির বর্ণনামাহাত্ম্য এই মন সরোবরে বুড়বুড়ি কাটচে! ঠিক যেন—ঠিক যেন—"তন্বী বামা বিকট দশনা পক্করম্ভা ধরোষ্ঠি।" অথবা যেন—"দেখ চারু যুগ্মভুরু অজানুলম্বিত।"

উজ্জ্বলা। জামাইবাবু, এই শেষটুকু কোন মেয়ের রূপ বর্ণনা?

পশুপতি। আপনারা জানেন না, সে এক অপূর্ব্ব নারীর কথা—বেদবেদান্তের কোথাও তাঁকে খুঁজে পাবেন না!

(সকলের উচ্চ হাস্য)

উজ্জ্বলা। ওমা কোথায় যাব গো!

পশুপতি। কেন, আমার কাছে!

জনৈক যুবতী। বলি জামাইবাবুর বিদ্যাটা বুঝি এই রকম?

দ্বিতীয়া যুবতী। হ্যাঁগা জামাইবাবু, একি! এযে মহাভারতে অর্জ্জুনের কথা!

উজ্জ্বলা। তাই কি ঠিক ঐ রকম! "অজানুলম্বিত ভুরু—" মানে কি, মাষ্টার মশাই, একবার দয়া কোরে বুঝিয়ে দেবেন?

. জনৈক যুবতী। আর আমাদের ত সংস্কৃতে বিদ্যে নেই; ওর ভেতরেও যে পণ্ডিতজী কি কোরেছেন তা উনিই জানেন। পক্করম্ভা টম্ভা কত কি বল্লেন! রূপবর্ণনায় পক্করম্ভার কথা যারা গাছের ওপর থাকে তারাই বোধ হয় বলে।

পশুপতি। (স্বগত) ইঃ, জোলাপটা দেখছি কিছু কড়া হয়েছিল—বিদ্যে একেবারে ছিরকুটে দিলে! কিন্তু যা হোক বাবা, সামলে নিতে হচ্চে!

জনৈক যুবতী। জামাইবাবু, ভাবছ কি?

পশুপতি। ভাবছি এই যে আপনারা ঠাট্টাও বুঝলেন না!

উজ্জ্বলা। ও সব বাজে কথায় আর কাজ নেই ভাই, তুমি একখানি গান কর।

জনৈক যুবতী। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ভাল

পশুপতি। তাতে শর্ম্মা পিছপাও নয়, তবে আপনারা যে মনে ক'চ্চেন যে আমায় ঠকিয়েছেন—সেটী ভুল!

উজ্জ্বলা। আরে তাও কি কখন হয়! সুমুদ্দুরের কাছে গোষ্পদ! পণ্ডিত পুরুষের কাছে মূর্খ নারী!

পশুপতি। That's it! that's it! পথে এসো বাবা! আমাদের এ বিদ্বের জাহাজ মহাসমুদ্রে চলে—কাজেই হাঁটুজলে অনেক সময় কুপোকাৎ হয়ে যায়।

উজ্জ্বলা। বটেইত—বটেইত! তা ওকথায় আর কাজ কি ভাই- -তুমি একটী গাও।

পশুপতি। তবে শুনুন, নেহাত আপনারা ছাড়বেন না—কি করি! (কুন্তলার চিবুক ধরিয়া)

গীত।

চিবুক ধরিয়া, বোলে পাপিয়া—
কোতুহুঁ কহ ললনে।
তনু আবরিয়া, কাহার লাগিয়া,
বসি বিরস বদনে?
দেখলো রূপশী, গগনের শশী,
মলিনা তোমারে হেরি।
সখীজন যত, তারাগুলি মত,
রয়েছে তুচাঁদে ঘেরি॥

তুহার কূজন শুনিলে পবন,
সলাজে রোধিবে শ্বাস।
বিহগ বিহগী চমকি চমকি,
আসিবে তোমারই পাশ॥
বাসর বাসিনী যত আমোদিনী
এস হৃদি বৃন্দাবনে।
(আমি) চেয়ে রব ধনি, দিবস রজনী,
তোমা সবা মুখ পানে॥

(সহাস্যে ও সলাজে কুন্তলার ঘোমটা টানিয়া অবস্থান।)

পশুপতি। (উজ্জ্বলার প্রতি) কই দিদি, লজ্জা ভাঙ্গে কই! আমি কিন্তু এ সব পছন্দ করিনা। অবরোধ প্রথাটা দেশ থেকে উঠে গেলে বাচা যায়। স্ত্রীস্বাধীনতা না থাকলে রঙ্গরসে মজা হয় না—বাসরঘরে সুখ নেই—স্ত্রীপুরুষে মাখামাখি অসম্ভব!

উজ্জ্বলা। আমি অবিশ্যি স্ত্রীস্বাধীনতা পছন্দ করি বটে, কিন্তু ওটা না থাকলে যে স্বামীস্ত্রীতে মিল হয় না—সেটা বোধ হয় ভুল।

জনৈক যুবতী। তোর, ভাই, ইংরিজী লেখাপড়া শিখে মাথাটা বিগড়ে গেছে। মেয়েমানুষ যদি লজ্জা সরমের মাথা খায় তবে আর তার রইল কি? ওসব ইংরিজীয়ানা ত ভাল নয়। হিঁদুর মেয়ে ঘোমটা দেবে না?

জনৈক বৃদ্ধা। আর ভাই বোলব কি, আমরা ত বুড়ো হয়ে পড়লুম। ৫০ বচ্ছর সোয়ামী নিয়ে ঘর কোরেছি। আমাদের ভালবাসা যদি দেখতিস ত অবাক হয়ে যেতিস। কিন্তু ভাই, ঘোমটা কখন ফেলিনি। ঘোমটার জোরেই আমাদের জয় জয়-কার। মান করেছি—তিনহাত ঘোমটা! রাগ কোরে নথনাড়া দিইছি—তাও ঘোমটার ভেতর! বারমুখো দেখে দুচার ঘা বসিয়েছি—তাও ঘোমটা দিয়ে! ও ব্রহ্মাস্ত্র গেলে মেয়েমানুষের কি আর রক্ষা আছে?

পশুপতি। উঃ কি কুসংস্কার! (উজ্জ্বলার প্রতি) দেখুন তাসের মধ্যে যেমন ইস্কাবনের টেক্কা—এই সভার মধ্যে তেমনি আপনি! civilzed, enlightened, handsome, witty and what not! আসুন,আপনার সঙ্গে কথা কই! আসল কথাটা কি জান-লেন, স্ত্রীস্বাধীনতা থাকলে accident-এর ভয়টা বড় থাকে না!

উজ্জ্বলা। কি রকম?

পশুপতি। এই যে সব মেয়েরা মুড়িসুড়ি দিয়ে কুনোর মত মুখ লুকিয়ে খোলসঢাকা হয়ে থাকেন, এতে ভয় এই যে কোন দিন গুটিপোকার মত burst কোরে butterfly হয়ে বাগানে বাগানে উড়ে বেড়াবেন। সেটাও কিছু মন্দ নয়, তবে কি না এ রকম accident হলে husbandদের বড় বিপদ।

উজ্জ্বলা। আরে ছ্যা ছ্যা!

পশুপতি। ছ্যা ছ্যা নয়, ঐটী ঘটলে সব masculine class কে ফ্যা ফ্যা কোরে বেড়াতে হবে!

জনৈক প্রৌঢ়া। তোমার ও ইণ্ডিল মিণ্ডিল আমরা অত বুঝিনে ভাই। তোমার বৌকে নিয়ে যা খুসী তা কোরো—ইচ্ছে হয় সূর্য্যমুখীর মত জুড়িতে বসিয়ে হাওয়া খাইও। তাবলে সমাজটাকে আর উচ্ছন্ন দিও না!

পশুপতি। আপনাদের দৌড় না কি ঐ বঙ্কিম পর্য্যন্ত তাই অমন কথা বলেন? ওঁরাই ত আপনাদের মাটি কল্লেন—light দিয়েও দিলেন না! জেনানার ভেতর থেকে মাগীদের বের কোরেও কল্লেন না! আমি যদি এখন তাঁদের পাই ত কন্দকাটা করে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াই। ঐ সব ভয়ানক ভীরু ভুষণ্ডিদের বই সব আপনারা পুড়িয়ে ফেলুন। Shelleyর Sky Lark পড়ুন—মেঘের কোলে উড়ে উড়ে বেড়াবেন! Wordsworth-এর Cuckoo-র সঙ্গে আলাপ করুন—বকুল বাগানে গিয়ে একবার পঞ্চমে তান ধরলে ধরাখানা পায়ের তলা দিয়ে গড়িয়ে যাবে! আর বোলব কি ছাই, এ অন্ধকারাগার ছাড়ুন!

জনৈক প্রৌঢ়া। জামাই কয়ে কিরে?

জনৈক যুবতী। বদ্যি ডাক ভাই, বদ্যি ডাক!

দ্বিতীয়া যুবতী। জামাই বাবু, একটু বিষ্ণু তেল আনব—মাথা ঠাণ্ডা করবে?

পশুপতি। মাথা ঠাণ্ডা আপনারা করুন; আমরা হলুম সব cold-blooded murderers.

জনৈক বৃদ্ধা। বক্তিমে রাখ দাদা, বক্তিমে রাখ! বাসর ঘরে গান গল্প কত্তে হয়।

পশুপতি। বেশ ত করুন না—আমি ত আর তাতে অরাজী নই।

উজ্জ্বলা। তাই হোক, তাই হোক। পশুপতি বাবু, তুমি গাও।

জনৈক প্রৌঢ়া। কিন্তু ভাই, আমাদের একটু মান বাচিয়ে গেও।

পশুপতি। গীত।

চারিদিক ভরি, আহা মরি মরি
রসবতী যত রূপসী বালা।
বাজায়ে নুপুর, নাচত মধুর,
আমি তোমাদের চিকণ কালা॥
তোমরা গোপিনী আমি ননিচোর,
তোমরা চকোরি আমি যে চকোর,
আশার ছলনে, ভুলায়ে ললনে,
অবশেষে ভাই দিওনা জ্বালা।
রূপসীর মাঝে রাখিয়াছ মোরে,
পশু যথা থাকে লোহার পিঞ্জরে,
আমি পশুপতি, তোমাদেরই পতি,
প্রেয়সী তোমরা, ওগো কুলবালা॥

(পশুপতি ব্যতীত সকলের সরোষে গৃহত্যাগের উদ্যোগ।)

পশুপতি। গোকুলপুর অনাথ কোরে কোথায় চল্লেন? আমি এই সুদীর্ঘ নিশানিশিথিনীরাত্রিত্রিযামাক্ষণদাক্ষপা কাকে নিয়ে কাটাই? (উজ্জ্বলার প্রতি) কেন, ভাই, কোন রুচিবিকারের কথা বলেছি কি ?

উজ্জ্বলা। (গম্ভীর ভাবে) কি জানি বল।

জনৈক প্রৌঢ়া। আয় লো সব চলে আয়।

(সকলের অগ্রসর হওন।)

জনৈক প্রৌঢ়া। ওমা ছিঃ ছিঃ, ওকি কায়েতের ছেলে! সরকার মশাই কল্লেন কি! মেয়েটাকে একেবারে জলে ফেলে দিলেন!

জনৈক যুবতী। একেই বলে গোবরে পদ্মফুল!

জনৈক বৃদ্ধা। এত বয়স হল, এমন জামাই কারো ঘরে দেখিনি! পচাল কথা, পচাল গান শুনে, বুড়ো হতে চল্লুম, তবু সেখানে বসতে পারি নে।

পশুপতি। বিদ্যাধরীরে চল্লে!

জনৈক প্রৌঢ়া। চলে আয়, ভাই, চলে আয়। আবার এসে হয়ত হাত টাত ধরেই টেনে বসবে!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পশুপতির বৈঠকখানা।

শ্রীরামদাদা ও বিভূতি।

শ্রীরাম। হ্যাঁরে বিভূতি, ব্যাপার কি বল্ দেখি। দিন রাত্তি কি এই কোরেই বেড়াবি ?

বিভূতি। কি বল্‌চেন মশাই, দেখচেন না practice-এর জোগাড় কচ্চি।

শ্রীরাম। জোগাড় কি তাতো বুঝতে পারি নে ; দিন রাতই ত এইখানে বসে গান গল্প ক'চ্চ আর মদ ভাং খাচ্চ !

বিভূতি। Don't think so ; এর মধ্যে অনেক কাণ্ড হচ্চে। কত খোল খড় খাওয়ালে গরু দুধ দেয় ! আমিও তাই তৈরী হয়ে নিচ্চি।

শ্রীরাম। এরই নাম বুঝি তৈরী হওয়া ? কেন বাবা, গলায় কি দড়ি জোটে না ?

বিভূতি। আপনি যা mean কচ্চেন তা নয়। আমি যা তা practice করব না। ডাক্তারি যখন শিখিছি তখন eye-disease এর specialist হব। বুঝেছেন ?

শ্রীরাম। বেশ বুঝেছি বাবা; যাই হোক আর যা হয় কোরো, চক্ষু রত্ন কারো নষ্ট কোরো না।

বিভূতি। সে কি মশাই, বলুন কাণা অন্ধের চোখগুলোকে socket-এর ভেতর থেকে টেনে এনে বসিয়ে দেব—আর তারা দিব্যি দেখতে পাবে।

শ্রীরাম। তুমি! থাক—অতভে আবশ্যক নেই। দেখ, ও বিদ্যে যার চোখের উপর চালাবে তার চোখের দফা জন্মের মত রফা হয়ে যাবে। আমার কথা শোন, চাকরী বাকরী কর—না হয় চাষ বাসের চেষ্টা দেখ—ডাক্তারি ফাক্তারির কথা আর মুখে এনো না।

বিভূতি। এখনও বোঝেন নি, আমরা allegoryতে কথা কই। আমি, পশুপতি বাবু প্রভৃতি সকলে আমাদের সমাজের উপর ডাক্তারি করব। আপনি জানেন, সমাজ এখন blind; আমরা তার চোখ ফোটাব। দেখছেন কি! লোকে single man-এর উপর ডাক্তারি করে; আমরা একসঙ্গে কোটি কোটি লোককে আরাম করে দি।

শ্রীরাম। বটে! এত দূর দাঁড়িয়েছে! কি রকম করবে একটু বলত বাবা। শুনেই যে আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল!

বিভূতি। তা হবে না! ব্যাপারটা কি সোজা মনে কচ্চেন না কি? আমরা সব হাতে কলমে কাজ করি। We are practical men—কি আর বলব—Illustrated London News! যা কচ্চি সবাই দেখতে পাবেন। সমাজের

চোখ ফোটাব। বিধবারা গেরস্তর বাড়ীর ভেতর tresspass করে সয়ম্বরা করে আসবে! কুমারীরা যে নেয় তারি! বর্ণভেদ কালাপানিতে মিশে যাবে! আর কি চান?

শ্রীরাম। না, আর কিছু চাই না—তোমার চপ করাটা দেখতে চাই। কি আপদ!

বিভূতি। পাগলামি মনে কচ্চেন—তা নয়! sample দেখাতে পারি। ১৯টে widow ৬ মাসের মধ্যে ৩৮টে বিয়ে করেছে! ঐ address book খুলে দেখুন! ওপাড়ার জনার্দ্দন ঘোষ দুচার দিনের মধ্যেই তার মেয়ের সঙ্গে most gladly বলাই তাঁতির বিয়ে দেবে!

শ্রীরাম। দূর দূর, হতচ্ছাড়াটার মাথা বিগড়ে গেছে! এসব বলে কি! এখানে আবার মানুষে দাঁড়ায়!

[প্রস্থান।

(পশুপতির প্রবেশ।)

বিভূতি। এসো এসো, বঁধু এসো। খবর কি দাদা!

পশুপতি। So and so, thank you. ছিক শালা এখানে এসেছিল কেন হে?

বিভূতি। আমরা কি করি না করি জানতে, আমরা যে সমাজটার ভোল বদলে দিচ্চি বেটা তা বিশ্বাস করে না।

পশুপতি। He is a blackguard; I hate him as I hate hell; hang me if I do not. ব্যাটাকে আর এ মুখো হতে দিওনা। ও আমাদের অনিষ্টের চেষ্টায় আছে।

বিভূতি। রেখে দাও না ভাই,আরশুলা আবার পাখী, শ্রীরাম আবার মানুষ। চন্দ্র সূর্য্য অস্ত গেল জোনাক জ্বালায় বাতি! আমাদের project নষ্ট করে এমন শর্ম্মা এখনও জন্মায় নি।

পশুপতি। যাহোক ভাই, টাকার বড় টানাটানি। লোক-জন বড় সেয়ানা হয়ে উঠেছে। সহজে চাঁদার খাতায় আর কেউ সই ক'ত্তে চায় না। ফুলমণিটের কাছে আর বড় বাগাতে পাচ্চি না; তার ভিটে মাটি চাট্ হয়ে এসেছে। Father ত হাত গুটিয়ে বসে আছে—সেখান থেকে একটী পয়সাও পাবার যো নেই। অথচ টাকার বড় দরকার। তোমরা ভাই একটু উঠে পড়ে ঘুরতে আরম্ভ কর।

বিভূতি। সে কথা আর একবার কোরে? কিন্তু দাদা লোকে তোমায় চিন্তে পাচ্চে না। তুমি যে যথার্থ পরোপকার কোরে বেড়াচ্চ তাতে ত আর ভুলে নেই। এই বলাই দাদার বিয়ের জন্য তুমি কি না ক'চ্চ? সে হল তাঁতি; অথচ তার ঝোঁক পড়ল এক গরীব কায়েতের সুন্দরী মেয়ের ওপর।

পশুপতি। (স্বগত) সে ঝোঁক শুধু তার পড়ে নি।

বিভূতি। তুমি কি চেষ্টা না কোরে জনার্দ্দনকে রাজী কল্লে এ যে পরোপকারের চোদ্দপুরুষ হল দাদা!

পশুপতি। কি করি ভাই, বলাই হল আমাদের friend. জনার্দ্দনের মেয়েকে buy up করবার জন্য দু পয়সা দিতেও চাইলে। আমি দেখলুম damn nasty Hinduism ক'ত্তে গেলে poor জনার্দ্দন না খেয়ে মরে—dear বলাই দাদাও বিরহ

বিধুরা হয়ে পড়ে। কাজেই দুজনের উপকার কল্লুম। Anti-Hinduism light দিয়ে জনার্দ্দনের হাতে টাকা গুলি গুঁজে তাকে রাজি করেছি। বলাইও very soon একটা grand matrimonial venture কোরে lifelong happy হবে।

বিভূতি। বাঃ বাঃ, এতো পরোপকারের double barrel gun! লোকের চোক ফুটবেই ফুটবে। এ রকম healing balm দুটো একটা ঝাড়লেই—বাস্—চৈতন্য চরিতামৃত!

পশুপতি। আমারও তাই বিশ্বাস!

বিভূতি। আচ্ছা দাদা, এখন ও কথা যাক। বল দেখি, বউ কেমন হল?

পশুপতি। Oh, horrible! কিছু নয়—কিছু নয়! এই এতটুকখানি—একটা gulliver's travel! বাবা আজ কাশী যাবে—কালই আমি দূর কোরে দিচ্চি।

বিভূতি। কেন বল দেখি?

পশুপতি। আরে ভাই, এসে পর্য্যন্ত কাণা মাছির মত ভ্যান ভ্যান কচ্চে। Flower bed-এ এসেই ফোঁস ফোঁস আরম্ভ কল্লে! দেখেই ত আমার আক্কেল গুড়ুম! এ সব আমার father-এর দোষেই হয়েছে। এমন foolish লোক আমি কোথাও দেখিনি! আরে বাবু বিয়ে দিবি ত একটা ideal something এনে দে। যাক শালার wife মরুকগে, কিন্তু ভাই, একটা যা পেয়েছি, কি আর বোলব X R No 1!

বিভূতি। বটে বটে! কে সে? কে সে?

পশুপতি। গীত।

সে যে আমার শ্যালিকা!

দেখে তারে যায় না বোঝা সে কিশোরী
কি যুবতী অথবা বালিকা!
(কিন্তু চাল চলনে আড় নয়নে নিশ্চয়ই সে নায়িকা!)
কবির বুঝে উঠা ভার, কোন ফুলে তুলনা তার—
টগর চাঁপা বেল মালতি মল্লিকা কি সেফালিকা!
তার গুণের কথা বলব কি—
সে নভেল পড়ে, নাটক দেখে, চাঁদের আলোয়
কাব্য লেখে,
আবার ঠিক দুপুরে একলা ঘরে নুন মেখে
খায় আমড়া পাকা!
চোখ দুটী তার ভাসা ভাসা, চায় কেবল সে
ভালবাসা—
কিন্তু husband-টী তার আস্ত চাষা—এইটুকুই যা
নাটিকা!

বিভুতি। Encore, বাইজী, encore! Hip—hip—hurrah!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বলাই চাঁদের বাড়ী।

আয়নার সম্মুখে বলাইচাঁদ।

বলাই। উঁহুঁ, হচ্চে না; (মুখ ঘসিতে ঘসিতে) দুরছাই—এ দাগটা কিছুতেই ওঠে না! চুলগুলো, গাধার খাটুনি খেটেও ফেরাতে পাল্লুম না; শালারা সব সাজারুর কাঁটার মত খাড়া হয়ে রইল। এখন উপায় কি? এরকম ভাবে তো আর বর সাজা হয় না। দাঁড়াও দেখি; (উত্তম মধ্যম করিয়া মুখ ঘসিয়া ও মাথায় তেল জল দিয়া মাথা আঁচড়াইবার চেষ্টা) না—hopeless! (দুই গালে চপেটাঘাত) বিয়েটা আর হল না দেখ্‌ছি। এরকম কিম্ভূত কিমাকার হলে কি কেউ পছন্দ করে? জনার্দ্দনটা বুড়ো-হাবড়া—সে না হয় পছন্দ কল্লে; কিন্তু তার আহা হা—সেই মন্থরা মনোহরা মহিষমর্দ্দিনী মেয়েটি পছন্দ করবে কেন? ভগবানের আক্কেল দেখ দেখি! এইবার একবার last attempt কোরে দেখি—হয় এস্পার নয় ওস্পার। বেটো ঘোড়ার মত মাটিতে পড়ে রগড়া রগড়ী কোরে ছাল চামড়া গুলো তুলে ফেল্লে হয় না? যেখানে যা বেখাপ্পা রকম দাগ দোগ আছে সব সাফ হয়ে যাবে!

বিভূতির প্রবেশ।

বিভূতি। একি বলাইদা, সাজগোজ করে নাও—আসছে যে?

বলাই। আরে ভাই, কিছুতেই কিছু হোচ্চে না! এখানে একটা দাগ—ওখানে একটা দাগ—চুলগুলো ষোঁটা ষোঁটা—পিটত সোজা হয়ই না—নাদাপেট! বড় মুস্কিলে পড়লুম; সব ফেঁসে যায় দেখছি।

বিভূতি। অত খুটিনাটি দেখ্‌চ কেন? মোটের ওপর তুমি বেশ। আর তুমি হলে কবি মানুষ—একটা কবিতায় হাসাও কাঁদাও—মাতাও—সব কর। আমরা যদি তোমার মত কবি হতুম তাহলে চেহারার জন্যে ভাবতুম না।

বলাই। হাঁ তা বটে। "কবিতা তরঙ্গ ঢালি ভাসাই ধরায়।" তাহলে এই রকম ভাবেই চলবে?

বিভূতি। খুব চল্‌বে—এইখানে বোসে থাক—কবি মানুষ; যেন কবিতাই ভাবচো।

উপর দিকে চাহিয়া বলাইচাঁদের উপবেশন।

পশুপতি ও জনার্দ্দনের প্রবেশ।

বিভূতি। আস্তাজ্ঞে হয়—বসুন, তামাক ইচ্ছে করেন কি?

জনার্দ্দন। আজ্ঞে না। (পশুপতির প্রতি) পাত্র কোনটি?

পশুপতি। (বলাইকে দেখাইয়া) ঐ উনি।

জনার্দ্দন। বেশ।

বলাইয়ের আহ্লাদে নানা ভঙ্গীতে ঘন ঘন ঘাড় নাড়া।

বাবাজীর নামটী কি ?

বলাই। বলাই চাঁদ কবি।

জনার্দ্দন। কবি!

বিভূতি। আজ্ঞে, কবিতায় উনি সিদ্ধ হস্ত—তাই 'কবি' উপাধি পেয়েছেন। সকলেই ওঁকে বলাই কবি বোলে ডাকে।

জনার্দ্দন। বটে!

(বলাইএর গম্ভীর ভাব ধারণ।)

বাবাজির লেখা পড়া কতদূর করা হোয়েছে ?

বলাই। তা—অনেকদূর।

জনার্দ্দন। ইংরাজী পড়া হোয়েছিল ?

বলাই। Oh yes!

বিভূতি। ওঁর কবিতাতেই বিশেষ ব্যুৎপত্তি।

জনার্দ্দন। কি রকম ?

বিভূতি। অনর্গল extempore বোলে যেতে পারেন।

জনার্দ্দন। এমন!

(বলাইএর গম্ভীরভাবে অঙ্গভঙ্গী।)

বিভূতি। আপনি শুনতে ইচ্ছা করেন ?

জনার্দ্দন। ক্ষতি কি।

বিভূতি। বলাই বাবু, একটা যা হয় বল না।

বলাই। পয়ার না অমিত্রাক্ষ ?

বিভূতি। অমিত্রাক্ষই বল।

বলাই। (গলা শানাইয়া হাত মুখ নাড়িতে নাড়িতে

দেখাইব সবে
অমিত্রাক্ষে অধিকার আছে কি না আছে ;
শুনি মোর বাণী,
জানি আমি—
কবর নিহিত সেই মধুসূদনের
প্রেতাত্মা মারিতে মোরে করিবে প্রয়াস।
বড় গাছ, ছোট পাতা, লাল ফুল লিখে
সামান্য মানুষ এক হল পরিচিত
বিদ্যার সাগর বলি ;
আর এই আমি—
কেন না সাধিব বল বিকট ব্যাপার
আরোহণ করি মত্ত বিদ্যা ঐরাবতে ?
কিছু নাই বাঙ্গালীর অধম এ জাতি ;
তাই করিয়াছি পণ—
জন্ম দিব একদিন,
শত মুখ বিস্ফারিত আগ্নেয় পর্ব্বতে ;
যাহার গলিত lava উড়ি দশদিকে
বুজায়ে ফেলিবে এই হতভাগ্য দেশ
fossil হইয়া রবে mammoth-এর মত
নির্ব্বোধ নিবীর্য্য যত ভণ্ড দেশবাসী !

জনার্দ্দন। থাক, বেশ হোয়েছে।

(বলাইএর উৎফুল্ল ভাব ধারণ।)

তবে পশুপতি বাবু, আমি এখন উঠি—আপনারা কবে আমার ওখানে যাবেন—বোলে পাঠাব এখন।

পশুপতি। আচ্ছা।

[জনার্দ্দনের প্রস্থান ও তাঁহার সহিত বলাই ব্যতীত সকলের বাহিরে আগমন।

বলাই। (দাড়াইয়া অঙ্গভঙ্গী করিতে করিতে—উচ্চ হাস্য করিয়া)

এ কি হ'ল! কেয়াবাৎ—বাহোবো কি বাহোবা! বলিহারি যাই বাবাকে আমার! ভাগ্যিস মাকু না ঠেলিয়ে বিদ্যে শিখিয়েছিল? তাইতো আজ এমনটা ঘটে গেল! আর বাহবা দি বাবা চাণক্যকে! আহা, কি লেখাই লিখে গিছলো!—"বিদ্যাং রূপঃ কদাকারং।" হাতে হাতে ফল ফলে গেল। আর ভয় কিসের? সেখানে গিয়েও একটা কবিতা ঝাড়ব, আর মেয়েটাকে লুফে নেব।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

ফুলমণি গোয়ালিনীর বাড়ী।

ফুলমণি গীত।

প্রাণ দিয়ে প্রাণ, জাত কূল মান সব গেল ভেসে।
তুমি দাওনা দেখা প্রাণসখা, আমি মরি হুতাশে॥
তুমি উড়ে আসো উড়ে যাও,
কথায় মধু ঢেলে দাও,
আমার মান ভেসে যায় প্রাণ মজে যায়
তোমার পরশে॥

(পশুপতির প্রবেশ।)

পশুপতি। কি হোচ্চে ফুলমনি?

ফুলমণি। আর কেন ভাই, তুমি তো খোঁজও নাও না; আগু আগু কত আস্‌তে যেতে! সব ভুলে গেলে!

গীত।

এত কোরে ভাল বাসি প্রাণ,
তবু তোর মন পেলাম না।
(আমায়) কত লোকে কত বলে,
(আমি) তুচ্ছ করি গঞ্জনা॥

তুমি নবঘন ভেসে যাও,
আমায় বারিবিন্দু নাহি দাও,
জাননা কি চাতকিনীর জল বিনা কি যন্ত্রণা ॥

পশুপতি। আমি কি ইচ্ছে করে আসিনে ভাই। আজ আমি যে বিপদে পড়েছি সে আর কি বোলব?

ফুলমণি। কি বিপদ গা?

পশুপতি। সে আর শুনে কাজ নেই।

ফুলমণি। সে কি গো—আমি কিছুই জানিনে—ব্যাপার কি? ওগো বল গো—তোমার পায়ে পড়ি বল—আমার প্রাণ কেমন কোচ্চে!

পশুপতি। ব্যাপার আর কি ভাই, দেশের জন্যে পরোপকার কোত্তে গিয়ে নিজে তো ফকীর হলুম। লোকে কিন্তু তা বুঝলে না। এক বেটা জুয়াচোর গরীব বোলে আমার কাছে দুশো টাকা ফাঁকী দিয়ে নিয়ে যায়। শেষ সমস্ত ব্যাপার জান্তে পেরে আমি তার নামে নালিশ করি—ব্যাটা তাই বদমাইসি কোরে আমার নাম জাল কোরে ২০০ টাকার দাবী দিয়ে আমার নামে নালিশ কোরে, বোধ হয় জজকে কিছু ঘুস ঘুস খাইয়ে, মোকদ্দমা জিতেছে। কাল টাকা না দিতে পাল্লেই জেলে যাব। কাছে যখন টাকা নেই তখন জেলেই যাব—তা বলে তো আর চুরী চামারী কোত্তে পারিনে। ভদ্দরলোকের ছেলে জেলে গেলে কখন বাচে না। তাই, ভাই, তোর কাছে শেষ বিদেয় নিতে এসেছি।

ফুলমণি। আহা, এমন বিপদে পড়েছো! শুনে আমার গা হাত ঝিম ঝিম কোচ্চে। কি কোরব ভাই, রোগে পড়ে আমারও আর দুঃখের কথা কি বোলব! এই বাড়ীটুকুও কাল তিনশো টাকায় বন্দক দিয়েছি। কি করি—আর খরচ চালাতে পারিনে।

পশুপতি। বলিস কিরে? কাকে বন্দক দিলি?

ফুলমণি। উদ্ধব ঘোষকে।

পশুপতি। সে কি টাকা দিয়েছে? রেজেষ্ট্রি হোয়ে গেছে?

ফুলমণি। কাল সে টাকা দিয়েছে—রেজেষ্ট্রীও হোয়ে গেছে।

পশুপতি। আহা, আমায় একবার জানালি নে?

ফুলমণি। কৈ, তুমি তো আর আস না।

পশুপতি। কি করি ভাই, দেখ্‌তে তো পাচ্চিস। তা সে যাই হোক, আমি এখনই উদ্ধবের কাছে যাচ্চি। আমি এক-খানা বই লিখিছি—মাস দুই পরে বই বিক্রীর টাকা পাব। তখন হয়ত আমি জেলে থাকব; আর যদি শরীর না বয় তবে তোদের সকলের মায়া কাটিয়ে জন্মের মত চলে যাব। কিন্তু এমন বন্দোবস্ত করে যাব যে সে টাকা এলেই তোর বাড়ী খোলসা করা হয়। আমার অসময়ে তুই কত উপকার করেছিস—আমি তা মলেও ভুলব না। বাড়ীর জন্যে ভাবিস নি ভাই, দু এক মাসের মধ্যে তোর বাড়ী খালাস হবেই হবে।

ফুলমণি। ওগো, তুমি কেন দুএকমাস সময় চেয়ে নাও না? টাকা ত পাবেই।

পশুপতি। টাকা ত পাবই ; কিন্তু তারা জানে কাল আমি দিতে পারব না। বদমাইস লোক, আমায় জব্দ করা হোল তার উদ্দেশ্য। কিছুতেই সময় দিলে না।

কুলমণি। ওগো, তুমি জেলে যাবে শুনে যে আমার প্রাণ ফেটে যাচ্চে।

পশুপতি। ভাবিসনি কুলমণি ; তোর শরীর ভাল নয়— ভাবলে শরীর আরো খারাপ হবে। জেলে যেতে আমার কোন কষ্ট নেই। কিন্তু, ভাই, এক কষ্ট হচ্চে—যদি সেখানে মরি, শেষ দেখা আর হবে না। (চক্ষু মুছিয়া) যাই হোক ভাই, তুই কাঁদিস নি। তোকে ব্যাকুল দেখে গেলে আমি সেখানে আকুল হয়ে মরব।

কুলমণি। নাগো—জেলে আমি তোমায় কিছুতেই যেতে দেব না। কি হলে তোমার উদ্ধার হয় বল।

পশুপতি। (স্বগত) ওষুদ ধরেছে! (প্রকাশ্যে) টাকা কটা ফেলে দিলেই তো এখনই ল্যাটা চুকে যায়। কিন্তু তোর এই দুঃখকষ্টের সময় তোর ৩০০৲ খানি টাকা থেকে ২০০৲ খানি আমি নেব কেমন কোরে? তোর এ টাকা যে আমার বুকের হাড় পাঁজর রে। তোরই বা চলবে কেমন কোরে?

কুলমণি। আমার তো আর একেবারে ৩০০৲ টাকা দরকার নেই। তা তুমি যদি শীগ্‌গিরই টাকা পাও তো এই টাকায় এখন দায় উদ্ধার কর না কেন? তারপর টাকা পেলেই আমায় দিও।

পশুপতি। দ্যাখ ফুলমণি, সে টাকা পেলে শুধু কি আর তোকে দুএকশো দেব? তোকে যা দেব—সে আমার মনেই আছে। তবে কি জানিস ভাই, পাছে তুই বাড়ী বিক্রীর টাকা দিতে কাতর হোস বোলে আমার ইচ্ছে হয় না যে ও টাকাটা নি। তোকে কষ্ট দেবার চেয়ে আমার জেলে যাওয়া ভাল।

ফুলমণি। আমার আর তাতে কষ্ট কি? দুদিন পরেই তো পাব। বরং এতে আমার এই সুখ যে অসময় তোমার উপকার কোর্ত্তে পাল্লুম।

পশুপতি। তবে না হয় তাই হোক; কিন্তু আর দেরী করিস নি ভাই—আজই টাকা জমা দিতে হবে।

ফুলমণি। তা তুমি বোসো—আমি টাকা নিয়ে আসছি।

[ফুলমণির প্রস্থান।

পশুপতি। গীত।

আমায় চিন্তে পারনি সোণার চাঁদ;
আমি দিন দুপুরে তারা ফোটাই,
করি খেলবার আগে বাজিমাৎ।
ছলনা কেউ বোঝে না, এমনি আমার কথার ছাঁদ।
বোকা মাগীরে সব লট্‌কে পড়ে পাতি যখন
রূপের ফাঁদ॥

গয়লানীর উদ্ধার হোয়েছে! এখন টাকাটা নিয়ে পালাতে পাল্লে হয়! তার পর শত হস্তেন বাজিনা।

(টাকা লইয়া ফুলমণির প্রবেশ।)

ফুলমণি। এই নাও।

পশুপতি। (টাকা লইয়া) চল্লুম।

ফুলমণি। কবে আসবে?

পশুপতি। তা বল্‌তে পারিনে; দেখা যাক।

ফুলমণি। দেখো ভাই, আমায় মজিও না—শেষ সম্বলটুকু পর্য্যন্ত তোমায় দিলুম—যত শীগ্‌গির পার টাকাগুলি দিও।

পশুপতি। হুঁ।

ফুলমণি। দুএকদিন পরে গোলমাল মিটে গেলেও একবার আসবে না?

পশুপতি। তা কি করে বলব। আমার সময়ের মূল্য কত জানিস? কাজেই আসা যাওয়ার আশা ছাড়। তবে টাকাটা নিজে না পারি valuepayable-এ পাঠিয়ে দেবার চেষ্টা করব।

ফুলমণি। (উদ্বিগ্ন ভাবে) বলি টাকাটা দেবে তো?

পশুপতি। দেখা যাবে—দেখা যাবে; টাকাত আর সঙ্গে যাবে না।

ফুলমণি। দ্যাখো—তবে কি টাকাগুলি আর দেবে না? ওগো, আমার তাহলে দাড়াবার জায়গা থাকবে না!

পশুপতি। দাড়াবার জায়গা না থাকে উড়ে বেড়াস।

[প্রস্থান।

ফুলমণি। (বসিয়া পড়িয়া) একি কল্লুম! দু-মিনিট আগেও

যে আমি এ কুহক কিছু বুঝতে পারি নি। এইবার রাস্তায় দাড়াতে হল!

পঞ্চম দৃশ্য।

——:*:——

গণেশের বাড়ীর অন্দর মহল।

গণেশ। (স্বগত) বোল্‌তেও ভয় করে—না বল্‌লে নয়—আগলাবারও সময় নেই—৯টা বাজতে না বাজতেই আপিশ; কি করি কিছু বুঝে উঠ্‌তে পাচ্চি নে—অথচ ও রকম লোককে বাড়ীর ভেতর আস্‌তে দেওয়াও উচিত নয়। যা থাকে কপালে আজ একবার গিন্নিকে বলব। বকে বকবে—আমার কাজ ত আমি করি।

(উজ্জ্বলার প্রবেশ।)

উজ্জ্বলা। এখনো যে বসে রয়েছ—আজ কি আপিশ ছুটী?

গণেশ। না—তাই ভাবছি।

উজ্জ্বলা। তোমার 'না'ই বা কি, 'ভাবছি'ই বা কি?

গণেশ। না—কিছু না।

উজ্জ্বলা। কিছু না তো এখনো বসে কেন? দ্যাখো, তোমার

ঐ 'না' রোগেই আমায় পাগল করেছে। যখনই কিছু বলবার দরকার হয় তখনই অমনি হজবরলটীর মত বসে থাকবে, আর সব কথাতেই বলবে না—না। ওকি বিশ্রী রোগ? তোমার যত বয়স হ'চ্চে ততই যেন বুনো হয়ে পড়ছ। এখন কি বল্‌বে, চট্‌পট্‌ কোরে বোলে আপিশ যাও—শেষ বেলায় গিয়ে সাহেবের চাবুক খাবে?

গণেশ। না—বলচি কি—বল্‌তে সাহস হয় না—এখন ন হয় যাই।

উজ্জ্বলা। কি আপদেই পড়লুম গা—কি বোল্‌বে বল?

গণেশ। না—বেলা হয়ে গেল—তাই ভাবছি।

উজ্জ্বলা। তা ভাবলে তো আর বেলা পিছিয়ে যাবে না।

গণেশ। না—তাই বলছি।

উজ্জ্বলা। তার আবার বলবে কি? যাতে বেলা না হয় তাই কর?

গণেশ। না—তাই ভাবছি।

উজ্জ্বলা। আবার সেই কথা। দূর ছাই আমি চল্লুম—তুমি মাথামুণ্ড যা খুসী তাই বল।

গণেশ। না—চল্লুম

তাড়াতাড়ি পশুপতির প্রবেশ।

পশুপতি। দিদি আছেন না কি? এই যে মানিকজোড় হাজির।

গণেশ। না।

উজ্জ্বলা। (গণেশকে ঠোনা মারিয়া) আবার বলে 'না'। এস পশুপতি বাবু, বড় সাজগোজ কোরে অসময়ে হাজির যে? পথ ভুলে না কি? কোথায় যাওয়া হবে?

পশুপতি। কোথাও না—direct এইখানে। গণেশ বাবু, এখনও আপিশ যান নি—আপনাদের না দশটায় attendance?

উজ্জ্বলা। না—ওঁর আজ সেই ছেলেবেলাকার রোগে ধোরেছে। তা তুমি এসেছ, ভালই হয়েছে। উপস্থিত একটু দরওয়ানের কাজ করে যাও; ভায়রাভাইটীকে পাঁজাকোলে কোরে একেবারে আপিশের চৌকীতে বসিয়ে দিয়ে এসো।

পশুপতি। গণেশবাবু, Mrs Ghosh যে আপনাকে খুব একহাত নিলেন—আপনার কিন্তু এর একটা reply দেওয়া উচিত।

গণেশ। না—তাই ভাবছি।

উজ্জ্বলা। দ্যাখ, এখনো বলছি আপিশ যাও। এসো পশুপতিবাবু, আমরা গল্প করি।

(গণেশের ধীরে ধীরে অগ্রসর হওন।)

গণেশ (স্বগত) তাইতো, একরকম তাড়িয়েই দিলে। কিছু বোল্‌তেও পাল্লুম না। নাই খাইই বা কেমন কোরে, আপিশই বা যাই কি করে? না গেলেও, আপিশে না হোক, ঘরে কুরুক্ষেত্র হয়ে যাবে। দুজনে এত কিসের গল্প? বড় গোলের কথা। সুন্দরী

স্ত্রী যেন কারু না হয়। আমার ডাকছেড়ে পরিত্রাহী কাঁদতে ইচ্ছে কচ্চে!

[প্রস্থান।

পশুপতি। আপনার জন্মে বড়দিনের কিছু present এনেছি; kindly accept করবেন কি?

উজ্জ্বলা। (উপহার লইয়া) কেন আমার জন্মে এত খরচ করা কেন?

পশুপতি। Nothing, token of friendship and love.

উজ্জ্বলা। কেন, মুখের কথায় বুঝি আর আত্মীয়তা হয় না?

পশুপতি। হয়—কিন্তু এ হল স্মৃতিচিহ্ন—চব্বিশ ঘণ্টা দেখবার জিনিস। আমার স্মৃতি রাখ্‌তে কি আপনি অনিচ্ছুক!

উজ্জ্বলা। অনিচ্ছুক নই, তবে কি না এগুলি হিসাবমত আমার বোনের প্রাপ্য; সে হল তোমার স্ত্রী।

পশুপতি। আর আপনি যে তারো বড়। সব তাতেই বড়; রূপে বড়—গুনে বড়—পদে বড়—আপনার কাছে সে? আপনি যদি আমার মন বুঝতে পাত্তেন তাহলে একথা বলতেন না। তাহলে আমায় দেখে দয়া কোত্তেন।

উজ্জ্বলা। তোমার এই উপহারগুলি নিলেই কি তোমাকে আমার দয়া করা হবে?

পশুপতি। কতকটা বটে। দেখুন একেবারে কেউ graduate হয় না। আপনি তো studied man; evolution theorem জানেন তো? সব জিনিসই graduate করে। এই

ভাগ্যহীন, বন্ধুহীন অন্তদন্তহীন হতভাগ্যের humble present নিয়ে যদি আপনি সুখী হন, তবে হয়ত ক্রমে ক্রমে, ধীরে, অতি ধীরে, নিঃশব্দ পাদ বিক্ষেপে graduate কোত্তে কোত্তে একদিন আমাকেও চরণতলায় স্থান দেবেন।

উজ্জ্বলা। কে বল্লে ?

পশুপতি। আমার মন বলচে,প্রাণ বলচে, wisdom বলচে।

উজ্জ্বলে। তবে বিয়ে করেছিলে কেন ?

পশুপতি। Old father's folly.

উজ্জ্বলা। তা এখন কি করবে ?

পশুপতি। হয় আপনার মত মহিষীর সঙ্গে ভগ্নীভাব করা, নয় ত Prussic Acid! কথায় কথায় sentiment-গুলো চাগাড় দিচ্চে দিদি! "পর্ব্বতগৃহ ছাড়ি যবে বাহিরায় নদী, কার হেন সাধ্য যে সে বধে তার গতি।" কি আর বোলব ভগ্নি! "শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণ পলায়নি।"

উজ্জ্বলা। ইস্, আচার্য্য মশাইএর মুখে যে আর কিছু আটকায় না দেখ্‌ছি। মুখটা একটু সামাল কোল্লে ভাল হত না; সে বেচারা শুন্‌লে কি বল্‌বে বল দেখি ?

পশুপতি। ঠিক বোলেছেন, poor Ganesh dada—I pity him! কি জানেন আমাদের সব এই love-এর volcano একবার burst কোল্লে সহজে তাকে চেপে রাখা যায় না। যা হোক future এ letterify কোরে সব কথা জানাব। এখন তাহলে good bye.

গণেশের অগ্রসর হওন।

গণেশ। (অগ্রসর হইয়া স্বগত) সর্ব্বনাশ! দুশো টাকার বালা, বন্ধুত্ব—এ সব কি ব্যাপার! না, আর কিছু বলব না—তা হলে হয়ত মেরে তাড়িয়ে দেবে। অদৃষ্ট যদি ভাঙ্গে—বিষ খাব; হায়রে কপাল! [প্রস্থান।

উজ্জ্বলা। (স্বগত) ওর মাথা বিগড়ে গেছে দেখ্ছি। দেখ্তে বেশ—আমোদ কোত্তেও বেশ মজা। যাই হোক, এখন ভুল ভাঙ্গা হবে না। এই যে, দাদামশাই এসেছেন?

(শ্রীরাম দাদার প্রবেশ।)

কি খবর দাদামশাই?

শ্রীরাম। এই ভাই, তোমাদের সব একবার দেখ্তে এলুম। সব খবর ভাল তো?

উজ্জ্বলা। মন্দ নয়; আপনারি খাওয়া হয়েছে?

শ্রীরাম। না দিদি, এখনো খাই নি।

উজ্জ্বলা। তবে খাওয়ার জোগাড় করি?

শ্রীরাম। এখন খাবার সময় নেই দিদি, বড় বিপদে পড়ে এসেছি।

উজ্জ্বলা। কি বিপদ দাদা মশাই?

শ্রীরাম। পশুপতি তো বড় বাড়িয়ে তুলেছে দেখ্ছি।

উজ্জ্বলা। কি রকম?

শ্রীরাম। বোসপাড়ার জনার্দ্দন ঘোষকে মনে আছে?

উজ্জ্বলা। জনার্দ্দন ঘোষ! কে বলুন দেখি?

শ্রীরাম। মনে পড়চে না? সেই যে—বেচারা রেল আপিশে কাজ ক'ত্ত—১০।১৫ টাকা যা আনতো তাইতেই কোন রকমে নিজের ও মেয়েটীর চলে যেত। শেষ গেরোর ফেরে পড়ে দেশের সব বড় বড় হোমরাও চোমরাও লোকের কথা শুনে ধর্ম্মঘট করায় তার চাকরীটুকু গেল। তারপর মেয়েটীর হাত ধরে লোকটী কতদিন এখানে এসেছে—তুমি সে মেয়েটীকে কত যত্ন করে খাইয়েছ—মনে পড়চে না?

উজ্জ্বলা। হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। তার নাম কমলা। এখানে যখন আসত তখন ত সে বেশ বড় হোয়েছে—এখন তার বিয়ে থা হয়ে গেছে বোধ হয়?

শ্রীরাম। আর মা বিয়ে থা—সর্ব্বনাশ হল আর কি?

উজ্জ্বলা। কেন, কি হয়েচে?

শ্রীরাম। তবে শোন; জনার্দ্দন ত পয়সার অভাবে কোথাও পাত্র খুঁজে পেলে না। তার চাকরীও জুটল না; যারা আশা ভরসা দিয়েছিল শেষ তারাই, পাছে সাহায্য কত্তে হয় এই ভয়ে, জনার্দ্দনকে মুটে হবার পরামর্শ দিয়ে তাকিয়া ঠেশ দিয়ে বসে রইল। জনার্দ্দন শেষ রাস্তায় ভিক্ষে আরম্ভ ক'ল্লে—ভদ্দর লোকের ভিক্ষেও জোটে না; শেষ একরকম উপবাসে দিন কাটতে লাগলো। এদিকে মেয়ে আর রাখা যায় না। পশুপতি এই সব ব্যাপার জান্তে পেরে বলাই বোলে একটা তাঁতির ছেলের সঙ্গে মেয়েটীর বিয়ে দেবার চেষ্টা ক'ত্তে লাগল। বলাইএর কাছ থেকে তিনশত টাকা নিয়ে জনার্দ্দনকে দিয়ে এলো।

জনার্দ্দন অগত্যা তাতে রাজী হয়েছে। তার আর মাথার ঠিক নেই।

উজ্জ্বলা। কি ভয়ানক কথা! সামান্য টাকার লোভে জনার্দ্দন জাত ধর্ম্ম সব ভুলে গেল ; সে এত নীচ প্রকৃতি!

শ্রীরাম। সে কথা আমি বোল্‌তে পারি না।

উজ্জ্বলা। কেন, এ কথা বোল্‌চেন কেন দাদামশাই? আপনার মতে জনার্দ্দন ঠিক কোরেছে?

জনার্দ্দন। তা আমি বলিনে ; তবে সে বড় দুর্ভাগ্য ; অন্ধের যষ্টিস্বরূপ যে কন্যার স্নেহে সে একরকম উন্মত্ত সেই কন্যা না খেয়ে মর্‌চে এ দেখে তার চিত্ত কি কখন স্থির থাক্‌তে পারে? সে নিজে সুখী হবে, নিজে স্বচ্ছন্দে একমুঠো খেতে পাবে—এইজন্য অর্থলোভে সে তার জাতিধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে বসে নি—মেয়ের দুরবস্থা না সইতে পেরে অনন্যোপায় হয়ে সে একাজ কোরেছে।

উজ্জ্বলা। কেন, তাকে বড় বড় লোকের দ্বারস্থ হতে বলেন নি? কায়স্থ সভায় কেন সে আবেদন কোল্লে না? তাহলে নিশ্চয়ই সে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার হতো।

শ্রীরাম। দিদি, তা মনে কোরো না—সে কোথাও যেতে বাকী রাখে নি। তোমরা তার কেউ নও—পূর্ব্বে কখনও তাকে জান্তে না। তোমরাও অতি সামান্য অবস্থার লোক ; যে একমুষ্ঠি ভিক্ষার জন্য তোমাদের দ্বারস্থ হোয়েছে, সে কি তার কন্যাদায় থেকে মুক্ত হবার জন্য বড়লোকের বা সভার কাছে উপস্থিত হয় নি মনে কর?

উজ্জ্বলা। তবে কি কেউ তাকে সাহায্য কোল্লে না?

শ্রীরাম। কেউ নয়; আমাদের জাতের কথা বোলো না। বোল্‌তে লজ্জা করে, চোখে জল আসে—ভাবনায় মাথা ঘুরে যায়—আমাদের আজ এত অধঃপতন হোয়েছে যে সৎকার্য্য কোত্তে হলেই সঙ্গতিবানদের টাকার বড় টানাটানি উপস্থিত হয়। অসার অপদার্থ অন্তঃসারশূন্য অধার্ম্মিক আমরা—আমরা কিনা আমাদের গড়তে যাচ্চি। মহত্ব, উদারতা, দয়া দাক্ষিণ্যাদি সকল গুণে জলাঞ্জলি দিয়ে আমরা জাতি গঠন ক'ত্তে বসেছি! ধৃষ্টতা—ধৃষ্টতা! দেশে লোক কই—সমাজে নেতা কই—সভায় সভ্য কই? কেউ নাই। যেখানে সমবেদনা নেই সেখানে কিছুই নেই। মুখ আছে বক্তৃতা দিতে পারি—manchester-কে boycott কোত্তে বলতে পারি। কিন্তু বিপন্ন স্বজাতিকে সাহায্য কোরে তার জাতরক্ষা ক'ত্তে পারি নে। দেশ অধঃপাতে যাক।

উজ্জ্বলা। এখন উপায় কি দাদামশাই! কি করে জনার্দ্দনের জাতরক্ষা হয় বলুন?

শ্রীরাম। কি আর বোল্‌ব দিদি। ইচ্ছা আছে সামর্থ্য নেই। যদি আমার বুকচিরে রক্ত দিলে তার জাতরক্ষা হয় তাও দিতে পারি। কিন্তু বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে কশাই—রক্তনিয়ে টাকায় অব্যাহতি কেউ দেবে না—টাকা চাই। কিন্তু তাতো আমার নাই দিদি—আমি নিজে ভিখারী।

উজ্জ্বলা। কত টাকা হলে আপনি এ কাজ ক'ত্তে পারেন।

শ্রীরাম। বেশী নয় মা—গরীবের ছেলেও সন্ধানে আছে।

তিনশো টাকা পেলে আমি পশুপতির টাকা পশুপতিকে দিয়ে এখনই সৎপাত্রে কুলীনের ছেলের হাতে মেয়েটাকে দিতে পারি।

উজ্জ্বলা : (গলার হার ও হাতের বালা খুলিবা) দাদামশাই, এই নিন—আমার অলঙ্কারে দরকার নেই। হাতের নোয়া বজায় থাক। এই জিনিশ বিক্রী করে যেমন করে পারেন আপনি জনার্দনের জাত রক্ষা করুন।

শ্রীরাম। একি মা! এ যে তোমার দরিদ্র স্বামীর বড় কষ্টে সঞ্চিত অর্থের অলঙ্কার—এ জিনিশ কি কোরে দেবে?

উজ্জ্বলা। দাদামশাই, আপনার আশীর্ব্বাদে স্বামী আমার এর চেয়েও সুন্দর, এর চেয়েও অনেক মূল্যবান জিনিশ দিয়েছেন—এ সামান্য অলঙ্কারের সৌন্দর্য্য অতি তুচ্ছ! যদি এই স্বর্ণালঙ্কার কোন সৎকার্য্যে দান করি, তবে তাতে আমার সুখ ছাড়া অসুখ নাই। আমি মহানন্দে দিচ্চি—আপনি নিয়ে যান।

শ্রীরাম। চিরায়ুষ্মতী হও মা। সতী সাবিত্রীর উপযুক্ত কাজই করেছ। জগদীশ্বর তোমায় চিরসুখী কোরবেন। বুঝলুম, পবিত্র আর্য্যভূমে সতীধর্ম্মের পূত মন্দাকিনী এখনও ত্রিদিবের শোভা প্রকটিত ক'চ্চে—এখনও হিন্দুর সর্ব্বস্বধন ধর্ম্ম চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হয় নি। দেখে যাও সমাজ সংস্কারক, দেখে যাও বক্তৃতা বিশারদ বঙ্গসন্তান, দেখে যাও স্বদেশী পুরোহিত—স্বদেশ সেবা কি কোরে কোত্তে হয়—আত্মত্যাগ কাকে বলে—সমবেদনার অর্থ কি?

পটক্ষেপণ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পশুপতির বৈঠকখানা।

বিভূতি ও বলাই।

বিভূতি। বলাইদা, ব্যাপার বড় সুবিধের নয়; পাওনাদারেরা পশুপতির নামে নালিশ আরম্ভ কোরেছে। এতটাকা নিয়ে লোকটা কি কচ্চে বল দেখি?

বলাই। দাদা, পশুপতি বাবুকে তোমরা চিনতে পার নি! অমন পরোপকারের পুরুভুজ আর পাবে কোথা? কি বলব, লোকটার উপমা খুঁজে পেলুম না। আহা, নিধুবাবুর টপ্পাখানার সঙ্গে কতকটা মেলে:—

গীত।

"তোমারই তুলনা তুমি প্রাণ, এ মহীমণ্ডলে।
গগণেরই পূর্ণশশী, সেও দোষী কলঙ্কছলে॥"

বিভূতি। ইস্, ভক্তি যে আর ধরে না দেখছি। তোমার বিয়ে দিয়ে দিচ্চে বোলে বুঝি?

বলাই। তা নাই বা কেন? তাঁর অনুগ্রহ না থাকলে কি

এ চেহারায় ক'ণে জুটত। কিন্তু দাদা, আমার এমনই বরাতের মহিমা যে হৃদয় সরসী মাঝে ফুটবি'ত ফোট একেবারে কায়স্থকুল-কমলিনী! এ সুখ আমি রাখবো কোথায় ভাই? আমার নাচতে ইচ্ছে ক'চ্চে।

(শ্রীরামদাদার প্রবেশ।)

শ্রীরাম। ও লম্ফঝম্প গাছের উপর উঠে কোরো—এখন সরে পড়।

বলাই। কে হে তুমি বেল্লিক?

শ্রীরাম। তোমার যম। চুপ কর হতভাগা—তাঁত বুনগে যা!

বলাই। (ভীতভাবে পিছাইয়া গিয়া) জান, আমি বলাই কবি?

শ্রীরাম। কবি কিরে? বল কপি—কপি—যার নাম মর্কট! বামন হয়ে চাঁদে হাত!

বলাই। কেন, বাবা, তোমার তাতে গায়ে লাগে কেন? এ বুড়ো বয়সেও কি প্রেম ক'ত্তে সাধ যায় নাকি! মুখ যে এ দিকে তেঁবড়ে মেঁবড়ে ফার্সি নাগরি কাটছে বাবা! তাজ্জব ব্যাপার! আক্কেল গুড়ুম!

শ্রীরাম। (সক্রোধে) ফের বেয়াদপি?

বলাই। তা আমি বিয়ে করব, তোমার তাতে রাগ কেন?

শ্রীরাম। বিয়ে করবি কিরে লক্ষীছাড়া? কাকে বিয়ে করবি?

বলাই। তা বলব কেন?

শ্রীরাম। বলতে হবে না, আমি বলচি। জনার্দ্দন ঘোষের মেয়ের বিবাহ কাল রাত্রে হয়ে গেছে। এখন যাও—ঘোড়ার ঘাস কাটগে।

বলাই। এঁ্যা—সে কি! "ওরে দুষ্ট দেশাচার, কি করিলি অবলার, কার ধন কারে দিলি সে আমার হল না!"

বলাইএর অগ্রসর হওন।

বিভূতি। (যাইতে যাইতে) "হা অদৃষ্ট কবিবর এই কি ছিল তোমার কপালে!"

[উভয়ের প্রস্থান।

(পশুপতির প্রবেশ)

পশুপতি। জনার্দ্দনের মেয়ে জাহান্নামে যাক। বলাই দাদার টাকাটা ত পেয়েছি, খাঁক্‌তির বাজারে ওটা ভারি কাজে লাগবে। বলাটা এলে চাটিত্‌ং কোরে ছেড়ে দেব।

(বলাইএর পুনঃ প্রবেশ।)

বলাই। দাদা গেছি, দাদা গেছি! আমার তাঁতিকুলও গেল—বোষ্টম কুলও গেল!

গীত।

"আমার একুলে ওকূলে দুকুলে গোকুলে আর
কেবা মোর আছে।
'বলা' বোলে কেহ সুধাইতে নাই দাঁড়াব কাহার
কাছে?"

পশুপতি। একি বলাই দা, এত কমজোর কেন?

বলাই। দম যে ফুরিয়ে গেছে দাদা, কমজোর হব না! আহা, ভাইরে, আমার মা নেই—বাপ নেই—আছে একটা বুড়ী কালা আয়িমা। তোমার শ্রীপাদপদ্মের জোরে যা হচ্ছিল, সেটী হলে আবার সব হত। তাই যখন ফস্কে গেল, তখন—

গীত।

"আর কারে ভাই বাসব ভাল,
আর কে গোকুল কোরবে আলো,
কার মুখে আর সুধামাখা,
কথা গুলি শুন্‌বো ভাই।"

হায়—হায়—হায়, এই মাত্র ধেই ধেই কোরে নাচতে ইচ্ছে হচ্ছিল, এখন কিন্তু ভেউ ভেউ কোরে কাঁদতে ইচ্ছে ক'চ্চে!

পশুপতি। বলাই দা, কেঁদো না, এক কাজ কর—একটু টানতে আরম্ভ কর; কৃষ্ণ সাজ; দিব্যি সামলে উঠ্‌বে এখন?

বলাই। মন্দ নয়—মন্দ নয়!

গীত।

প্রাণটা ক'চ্চে টানি টানি!
বইতে আর পারিনে দাদা বিরহের এই ঘানি!
কেঁদে চক্ষু ছানাবড়া, রস ছোটে তায় ঘড়া ঘড়া,
আমি হয়ে গেছি জ্যান্ত মড়া, তাই টানব এবার
লাল পাণি!

তা দাদা, আমার টাকা তিনশো ফেরত দাও! ফুর্ত্তি কোরেই বেড়াই।

পশুপতি। টাকা কিসের?

বলাই। সে কি দাদা!

পশুপতি। বা—বা, আর আমি যে এত খাটলুম তার মজুরি কৈ? সরে পড় কর্ত্তা। হিসেবমত আমার আরো বেশী পাওনা।

বলাই। ও বাবা, হাতির উপর সিংগী· বিরহের ওপর ব্যথা! দোহাই দাদা, তুমি আমার চোদ্দ পুরুষ! টাকাগুলি ফেলে দাও—আর এমুখো হচ্চি না!

পশুপতি। কেন বিরক্ত ক'চ্চ?

বলাই। টাকা দেবে না?

পশুপতি। আমার fee তোমায় দেব কেন? মোকদ্দমায় হার হলে উকীলে কি টাকা ফেরত দেয় নাকি?

বলাই। তুমি কি উকীল?

পশুপতি। তার চেয়ে ঢের বড়; আমি patriot! ফের যদি patriot-এর মানহানি কর, তাহলে তোমায় policeএ দেব!

বলাই। আমার সঙ্গে জোচ্চুরী কোরো না বলচি? ভাল চাও ত টাকা দাও।

পশুপতি। কি, আমি জোচ্চোর! গদা—

(গদার প্রবেশ)

গদা। বাবু!

পশুপতি। এই লোকটাকে বের কোরে দেত?

বলাই। এখনও বলচি, যদি বাঁচতে চাও ত টাকা দাও!

গদা। ফের গালি দেব ত মারি পকাইব।

বলাই। একি বাপধন, তুমিও কি একজন patriot এলে নাকি?

গদা। চুপ থা ঠিঁয়া হ—অলভুস অছি!

বলাই। দূর বেটা গড়িমা? যেমন চাকর, তার তেমনি মনিব।

পশুপতি। গদা, পাহারওয়ালা ডাক।

গালি দিতে দিতে বলাইয়ের অগ্রসর হওন।

গদা। তমর টঙ্কা নেই কিরি বাবু সলক সুন্দর ভেণ্ডিয়া হই জিব; আর তম কপালে ছেনা গুড়! শলা, গেহালি পো, নাউশুয়া, চুলীপসা, গাতপসা, বেইপো—

[উভয়ের প্রস্থান।

পশুপতি। আঃ, বাঁচা গেল। এইবার রামিকে দিয়ে উজ্জলাবিবির কাছে চিঠি পত্তর কথাবার্ত্তা চালাচালি করাটা দরকার। রামমণি—

(রামমণির প্রবেশ)

রামমণি। বাবু ডাকচো?

পশুপতি। হ্যাঁ, এই নে, দু টাকা সন্দেশ খাস।

রামমণি। খালি সন্দেশ আনব?

পশুপতি। আমার জন্যে আনতে হবে না—তোকে বকশিস দিলুম—তুই খাস।

রামমণি। (স্বগত) ওগো, কার মুখ দেখে উঠেছিলুম গো ; বুঝি সেই মুখপোড়াটার! (প্রকাশ্যে) তা বাবু, তোমরা আপনারা না দিলে আমাদের নল্লাটের দুস্কু ঘোচায় কে ? এখন তাহলে চন্নু বাবু।

পশুপতি। (চারদিকে চাহিয়া) দাঁড়া, তোর সঙ্গে একটা কথা আছে ?

রামমণি। (স্বগত) বাবু ধরবে না কি গো! আহা, তেমন বরাত কি আর আমাদের!

পশুপতি। দ্যাখ্, কাউকে কিছু বলিস নি ; একটা কাজ কত্তে পারবি ?

রামমণি। বাবু, আপনি যা বলবে, দেহ থাকতে কি আর তা না পারব।

পশুপতি। মোদ্দা খুব সাবধান, কথা না বেরিয়ে পড়ে!

রামমণি। আপনি আমায় বিশ্বাস কর। আপনার কথা কি আর কাউকে বলতে আছে! আমরা তেমন মেয়ে নই। একে ত মেয়েমানুষ—অবলা ; সহজেই মুখে কথাটী নেই ; তাতে আবার আপনি যখন বারণ ক'চ্চ, তখন ত, কথা বেরুন পরের কথা, দু পা গেলে নিজেরই কিছু মনে থাকবে না।

পশুপতি। না, তাহলে চলবে না ; আমি তোকে যা বলব

তোকে আবার সেইগুলি আর একজন মেয়েমানুষকে বলতে হবে। কেমন, পারবি ত?

রামমণি। আঃ, এই বই ত নয়? আপনি বোল্লে মেয়েমানুষ কি বলচ, দশটা পুরুষের মাথা কেটে আনতে পারি। একটা কি বাবু, হাজার কথা বলে দাও। যার কাছে বলবে যাব, যাকে বলবে—ধরে আনতে বল্‌লে বেধে আনব! আমাদের অত ভয় নেই! কি বলব বাবু, আমি না থাকলে শিবদের পাড়ার নিতাই হালদার কি ভজহরির জোয়ান বউকে নিয়ে—কি আর বলব—বুঝতেই ত পা'চ্চ!

পশুপতি। বুঝেছি তুই খুব পারবি: তোকে আরো বকশিস দেব। এখন এক কাজ কর—এই চিঠিখানা নিয়ে আমার শালির কাছে যাবি। বুঝেচিস ত?

রামমণি। তা আর বুঝবুনি বাবু, এই বুঝিতে বুঝিতে জোয়ান বয়েসটা কাটাম্নু!

পশুপতি। বেশ, রামি, বেশ! তুই বড় ওস্তাদ দেখচি। তাহলে আমি এখন চল্লুম—তুই আমার সঙ্গে দেখা কোরে যাস।

[প্রস্থান।

গদার প্রবেশ।

রামমণি। (স্বগত) না—যা ভেবেছিনু তা নয়, আমার দুটো ঠাট্টাও কল্লে না! বরাত!

গদা। এ কঁড় হেলা! মোর কপাল ভাঙ্গি গেলা—ভাঙ্গি গেলা! প্রাণ ফাটি যাউছি!

রামমণি। মরণ আর কি! হঁ্যারে, তোর হল কি?

গদা। আর কি হব! মোর সঙ্গে দাগাবাজি করি বাবু মানঙ্ক পিরীতি পকাইলি!

রামমণি। কে বল্লে রে!

গদা। কে বলিব! মহাপ্রভু জগন্নাথ দেখাই দিল। বাবুর সঙ্গে তু চুপ চাপ ফুস্‌ফাস করুছিলা। পিরীতি করিবা পাঁই এইক্ষণ ধরি রসাভাস হই গিলা! (ক্রন্দন।)

রামমণি। দূর দূর, মিছে মিছে অমন কোরে কাঁদচিস কেন?

গদা। কাঁদিব না! মোর সর্ব্বনাশ হই গিলা—মু কাঁদিব না?

রামমণি। বাবুর সঙ্গে তার শালির নট ঘট হয়েছে; চিঠি চালাচালি ক'ত্তে হবে—তাই বাবু আমায় ধরেছে। এই গ্যাখ্ ২৲ টাকা বকশিস দিয়েছে!

গদা। মু তো এ সব কিচ্ছি জানি না। ফুস্‌ফাস্ দেখি কিরি মোর মাথা ঘুরি গিলা। সেইক্ষণে মোর প্রাণে শেল বিঁধিলা—আর মু পিরীতের মানসিংহ হই কিরি চক্ষু জলে মহানদী ভসাই দিলা!

রামমণি। তা, আমি এখন চল্লু, দেখিস কাউকে কিছু বলিস নি!

গদা। দোহাই প্রভু জগড়নাথ, তোর কথা মু বলি দিব!

[রামমণির প্রস্থান।

গদা। (স্বগত) রামি টঙ্কা পকাইব আর মু কিছি মিলিব না! সব শুনি কিরি গণেশবাবুকে বলি দিব—আর চাঁদি মিলিব!

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

বলাইচাঁদের বাড়ী।

বলাই। গীত।

আমার প্রেমের মাঠে উড়ল উলু খড়!
বিনিমেঘে বাজ পড়েছে—পোষ মাসেতে উঠল ঝড়!

না—সামলাতে পাল্লুম না! ঘুরে ফিরে সেই চিন্তা! "সেই মুখখানি—আহা, কেমন করিয়া বলিব কেমন সে মুখখানি!" আহা, চন্দ্রশেখর বাবু, বেঁচে থাক দাদা; কি লেখাই লিখেছিলে—আমার মনের কথা টেনে বলেছ! তোমার 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' পড়েই আজ আমার এই বিকট বিরহ রোগে ধরেছে! যাই হোক, একটু দাওয়াই খাই। (মদ্যপান।)

আয়িমার প্রবেশ।

আয়িমা। বলি, হ্যাঁরে বলা, এত বেলা হল, কচ্চিস কি ?

বলাই। বিরহ, আয়িমা, বিরহ !

আয়িমা। কিসের গেরো রে ! গেরোর কথা শুনলেই যে ভয় করে বলা ! গেরো নইলে কি আর সে আমায় এই বয়সে ছেড়ে যায় ?

বলাই। গেরো নয়, আয়ি ; বিরহ জ্বরে জর জর !

আয়িমা। আহা, জ্বর জ্বালার সময় এই বটে ! তবে না হয় এক কাজ কর ; তুই নেপ মুড়ী দিয়ে এইখানে শুয়ে থাক, আর আমি একটু আদা আর তুলসীপাতা থেঁতো কোরে নিয়ে আসি। (বলাইকে মদ্যপান করিতে দেখিয়া) অত জল খাসনি বলা, সব শ্লেষ্ম হয়ে যাবে।

বলাই। জল নয় গো, বিরহের ওষুদ।

আয়িমা। ওষুদ খাচ্চিস ? তা খা. একটু বেশী বেশী কোরে খা, শ্লেষ্ম উঠে যাক !

বলাই। কাণে শুন্‌তে পাওনা—যাও !

আয়িমা। কাণের কথা বলচিস কি রে ? আখ বলা, ছোট মুখে বড় কথা কোস নি। আমার কাণ না থাকলে আর তোরা মানুষ হতিস নি। তোর বাপ মা ছিল কালার ডিম ; ভাগ্যিস আমি ছিনু—নইলে ছেলেবেলা কাঁকিয়ে কঁকিয়ে মরে যেতিস।

বলাই। বেশ, আয়িমা, বেশ ; তোমার কাণ খুব ভাল।

আয়িমা। (হাসিতে হাসিতে) হ্যাঁ হ্যাঁ—কি বলব, এখন

আর কিছু সে বয়স নেই! আগু আগু ওপাড়ার লোক কথা কইলে শুনতে পেতুম। এখনও কাণের এমন জোর যে একটা আরশুলা নড়লে ঘুম ভেঙ্গে যায়। আমি থাকতে তোরা আর কাণের বড়াই করিস নি।

বলাই। বলচি ত বেশ, এখন যাও।

আয়িমা। হ্যাঁ যাই; তোর টোটকাটা তৈরী কোরে আনি। আমার চরকাটা রইল দেখিস। (যাইতে যাইতে) ও কি আজকার চরকা! তোর ঠাকুরদা যখন একরত্তি ছেলে তখন ঘুঘুডাঙ্গার ফকরে তাঁতির সম্বন্ধির ছেলে—

[প্রস্থান।

বলাই। আমিই বা আর এখানে বসে কি করি! একবার কদমতলায় ফুলমণির কাছে যাই। এমনি বরাত, যে তার কাছেও আমল পাচ্চিনে! যাই হোক বাবা, ছাড়া হবে না— একটা কিছু চাই।

[প্রস্থান।

আয়িমার পুনঃ প্রবেশ।

আয়িমা। কইরে বলা, কোথায় গেলি? টোটকাটা খেয়ে যানা রে? ছেলেটা কোথায় গেল? জ্বরের ঘোরে চলে যায় নি ত? যাই, খুঁজে আনি, কত দূর আর যাবে— আমার পার কাছে কি আর তার পা!

তৃতীয় দৃশ্য।

ফুলমণির বাড়ী।

ফুলমণি। গীত।

পোড়া দুধ জোগান বিষম দায়।
বেচতে গিয়ে বিকিয়ে এসে, বুঝি আমার
একুল ওকুল দুকুল যায়!
কেউ চায় না নগদ নিতে,
কেঁড়ে খালি ধারে দিতে,
খাঁটি দুধে নজর সবার, (কিন্তু)
দামের বেলায় হায় হায়।
মনমজান কথায় ভুলে,
ওজড় কোরে দিছি ঢেলে,
এখন রাত দুপুরে খালি ঘরে
প্রাণটা বুঝি অক্কা পায়।

ফুলমণির সইএর প্রবেশ।

সই। কি হচ্ছে সই!

ফুলমণি। এই ভাই, একটু ভগবানকে ডাকছি!

সই। আহা, তা ডাক। বলি পশুপতি বাবুর খবর কি

কুলমণি। ভগবান জানেন! সর্ব্বস্ব দিয়েও তার মন পেলুম না!

সই। ধান্য তোর ধৈর্য্য দিদি; আমরা হলে কোন কালে খেংরে বিষ ঝেড়ে দিতুম! (দূরে বলাইকে দেখিয়া) অ ভাই, ও অপ্পেয়েটা এখানে কেন?

কুলমণি। আর ভাই, জ্বালিয়ে খেলে; প্রায়ই মাতাল হয়ে আসে, আর এটা সেটা নিয়ে পালায়।

সই। বটে, আজ আমি ওর ওসুদ দিচ্চি।

নানাভঙ্গীসহকারে বলাইচাঁদের প্রবেশ।

বলাই। এ যে, এই যে—কুলমণি, কুলধনি, কুলরাণী, কুলজানি! আছ ত ভালো!

গীত।

"রাধে তোমার কালাচাঁদ লুটায় ধরণী!
মোহন চূড়া ঠেকবে পায় শোনলো বিধুবদনী!
যার মানেতে মানিনী, সে পড়ে এই ধরণী,
নারীর এত মান কেন, কাছে আয়লো মানিনী!"

(কুলমণির সইকে দেখিয়া) আরে, এ কে! বাঃ বাঃ, ঠিক যেন—

গীত।

"তমাল পাশে কনকলতা হেরে নয়ন জুড়াল রে।
কিম্বা নব নীরদ বামে দামিনী হেসে দাঁড়াল রে।

সই। (স্বগত) দূর পোড়ারমুখো। (প্রকাশ্যে) বলাই বাবু, ও হ'চ্চে কি? যদি পশুপতি বাবু এসে পড়ে, তাহলে যে দিদির কলঙ্ক রাখবার যায়গা থাকবে না।

বলাই। কিছু না-কিছু না—

"কলঙ্কেতে ভয় কোরো না বিধুমুখী।
যে যা বলে সয়ে থেকো হ'য়ে আমার দুঃখে দুঃখী॥"

সই। তবে একটু অপেক্ষা কর—আমরা সদর দরজাটা দিয়ে আসি। আয় লো সই।

বলাই। বলি ওগো, শুনচো! "আমি একলা ঘরে রইতে নারি কেমন করে প্রাণ।"

সই। একলা থাকতে হবে না—আমরা এলুম বলে?

[উভয়ের প্রস্থান।

বলাই। (খিল খিল করিয়া কিয়ৎক্ষণ হাস্য করিয়া) বাবা, কবিতায় সব হয়! বিরহ হল, বৈরাগ্য এল, এইবার মিলন! একি সোজা কাণ্ড! দু দুটো মাগী একেবারে লটপট লটপট!

(বাহিরে গোলমাল।)

একি! গোল কিসের! (দরজার কাছে গিয়া) এ যে শিকলি দেওয়া! যা হোক, সাবধানের মার নেই! একটু তক্তার নীচে ঢুকে পড়া যাক।

(দেহের স্থূলতা বশতঃ তক্তার নীচে যাইতে পৃষ্ঠদেশে আঘাত পাইয়া।)

বা বা, দিব্যি মিলন হচ্চে ত! পিঠের চামড়া উঠে গেল! পেটে না খেয়ে পিঠে এত সয় কি?

[কয়েক জন ব্যক্তির গৃহে প্রবেশ এবং বলাইকে বাহির করিয়া বেদম প্রহার। কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার প্রস্থান।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

গণেশের বাড়ীর অন্তঃপুর।

রামমণি। কি গো দিদিমণি, কি হচ্চে?

উজ্জ্বলা। এই ভাই বসে আছি। বাড়ীর সব খবর ভালতো? পশুপতি বাবু কি কোচ্চেন?

রামমণি! তিনিই তো আমাকে আপনার কাছে পাঠালে। বাবু বড় ভাল গো—আপনার জন্যে খুন হয়ে যায়!

উজ্জ্বলা। তা আমি জানি।

রামমণি। জানবেন বই কি দিদি ঠাকরুণ। তোমরা জানবে না ত জানবে কে? লোক জানাজানি ত আর এ সব কাজে ভাল নয়। কোথায় কে চোরা গোপ্তা আছে, তা কে বল্‌তে পারে দিদি?

উজ্জ্বলা। তা তুই এখন কি মনে কোরে এলি বল দেখি? বাবু কিছু বোলে দিয়েছে?

রামমণি। কি বলব দিদি, বাবুর কান্না দেখ্‌লে বনের পশু পক্ষীরও চক্ষু ফেটে যায়। তিনি হল আপনার জন্যে পাগল—আপনাকে এক দণ্ড না দেখলে ভিরমি যায়। পোড়া সমাজের কাঁথায় আগুন। এ সব তিনি সইতে পারে না। এমন সমাজে থাকায় দরকার কি গা? কেন, আজ কাল মাগী মদ্দ ত সব এক হয়ে যাচ্চে—আপনারাও তাই হও না কেন দিদি? খুঁটে খেতে শিখেছ—তোমাদের আর ভাবনা কি ঠাকরুণ?

উজ্জ্বলা। সে যাহোকগে, বাবু এখন কি বোল্লে বল?

রামমণি। বল্‌তে গেলেই কেঁদে খুন হয়ে যায়—বলবে আর কেমন করে বল। চোকের জলে নাকের জলে হয়ে এই টুকু নিখে দিয়েছে, আপনি গ্যাখ।

(পত্র দান; উজ্জ্বলার পত্র পাঠ।)

উজ্জ্বলা। আচ্ছা তুই বলিস, শনিবার সন্দেবেলা আমি একে কোথাও পাঠিয়ে দেব। পশুপতি বাবু এসে যেন একেবারে আমার ঘরে যায়। সেইখানে আমি থাকবো।

রামমণি। আহা, থাকবে বৈ কি দিদি বাবু! তুমি হলে সতী নক্ষী; তুমি না থাকলে থাকবে কে? তবে এখন আসি দিদি ঠাকরুণ? (গমনকালে) ১০০্ টাকা গুণে নেব।

[প্রস্থান।

উজ্জ্বলা। মাগীকে শিখিয়ে পড়িয়ে পাঠিয়েছে—আস্পর্দ্ধা দেখ! আর সহ্য হয় না।

(গণেশের প্রবেশ।)

গণেশ। রামি এসেছিলো কেন?

উজ্জ্বলা। কেন, তোমার তাতে দরকার?

গণেশ। না—তাই বল্‌চি।

উজ্জ্বলা। তা—বল, এই দেয়াল আছে আলমারী আছে—বল? [প্রস্থান।

গণেশ। কি বিপদ! পশুপতির সম্পর্কে কোন কথা বলতে এলেই কেবল ঝাঁকীর ওপর ঝাঁকী—উঃ, আর সহ্য হয় না।

(গদার প্রবেশ।)

কি মনে করে হে?

গদা। আপনার দর্শনলাভ মানস করি আসিচ।

গণেশ। কিছু দরকার আছে?

গদা। দরকার ত অছি। আপনি মুণিব, মু চাকর—গোপন খবর অছি; তা দিবার লাগি মু এঠি আসিছু।

গণেশ। কি খবর?

গদা। মু কিছু মিলিব তো বলি দিব।

গণেশ। আচ্ছা পাবি এখন, কি বল দেখি?

গদা। মোর মনিব আপনঙ্ক পরিবার সঙ্গে পীরিতি করিবা পাঁই শনিবার এঠি আসিব; মু সব জানি কিরি আপনাকে বলিচু—আপনি বলিব ত হাতে হাতে ধরি দিব।

গণেশ। বটে!

গদা। বাবু মিথ্যা ত বলিব না—সর্ব্বনাশ হই জ্বিব।

গণেশ। আচ্ছা, যখন যা হবে আমায় বলিস, তোকে বক-শিস দেব।

গদা। সব বলিব—পীরিত ভাঙ্গি দিব।

[প্রস্থান।

গণেশ। সর্ব্বনাশ!

(মাথায় হাত দিয়া উপবেশন।)

পঞ্চম দৃশ্য।

বলাই চাঁদের বাড়ী।

বলাই। (স্বগত) আমার সঙ্গে চালাকি! এইবার কেমন জব্দ! হারামজাদি, আমার পিঠ ভেঙ্গে দিয়েছ; এইবার কেমন পেটে মাল্লুম! সব গয়নাগুলি ত সরিয়েছি—কি কোরে খাস দেখব। বাবা, বলাই কবিকে চিন্তে পাল্লে না!

আয়িমার প্রবেশ।

আয়িমা। বলি, হ্যাঁরে বলা, কদিন ছিলি কোথা? আমি তোকে যত বলি অমন করে একলা কোথাও যাসনি; কি জানি কে কোথায় নজর দেবে আর পথ ভুলে নাটা পাটা খাবি। তা তুই কিছুতেই আমার কথা শুনবি নে।

বলাই। পথ ভুলিনি আয়িমা। কি কোরে এলুম জান? টাকা উপায়।

আয়িমা। কি বল্লি! পায় ব্যথা! তা অত ঘুরলে পায় ব্যথার আর দোষ কি! না হয় এক কাজ কর, বসে বসে খানিকটে সরষের তেল তপ্ত করে পায় পালিশ কর; আর আমি পদার মার গোয়ালবাড়ী থেকে কতকগুলো আকন্দ পাতা ছিঁড়ে এনে তার শেঁক দি। ব্যথা এক মস্তকে জল হয়ে যাবে। ব্যথা গুলোয় সে আকন্দ পাতা কথা কয়। পদার মার ঝিমা ঐ গাছ পুঁতেছিল। তার দাদার ছিল গেঁটে বাত। ঐ পাতার সেঁক কল্লেই তার সব ভাল হোয়ে যেত।

বলাই। (স্বগত) উঁহুঁ, বুড়ীকে নিয়ে আর চলে না দেখচি। আগে বরং চেঁচামেচি কোরে একটু বোঝান চলত এখন তাও অসম্ভব! যাই হোক, গয়নাগুলো ওর পেঁড়াজাত করা দরকার। সে গোলকধাঁধা পেঁড়া থেকে চোর ত চোর, পুলিশ ত পুলিশ - কারু চোদ্দপুরুষের ক্ষমতা নেই যে, একটা জিনিস বের করে। কিন্তু বুড়ীকে বোঝাই কেমন কোরে? কথায় ত পারব না—ইসারায় দেখি।

আয়িমা। চুপ করে দাড়িয়ে রইলি কেন রে বলা, দাড়ালে ব্যথা আরও বাড়বে—শুয়ে পড়, শুয়ে পড়।

বলাই। দেখ। (নানারূপ অঙ্গভঙ্গি করিয়া ইসারাকরণ এবং গয়নার পুঁটুলী দেখাইয়া) এইটি তোমার পেঁড়ায় রেখে দাও, শুনলে?

আয়িমা। বলি হ্যাঁরে বলা, তোর এসব কি কথা? তোর হোল কিরে, আমার কথা শোন—হাত মুখ শুধু শুধু অমন কোরে নাড়িস নি—নাড়িস নি ; পাগলা গারদে নিয়ে যাবে।

বলাই। (স্বগত) উঁহুঁ—ইসারায় চলবে না—বেশী কথায় চলবে না ; তালার চাবিটে চেয়েনিয়ে নিজেই রেখে যাই। (প্রকাশ্যে) আয়িমা, তালার চাবিটা দাওত ?

আয়িমা। আমি কালা—তোর যত বড় মুখ তত বড় কথা ! ওরে পোড়ারমুখো ছেলেটা—অমন অলক্ষুণে কথা কসনি কসনি।

বলাই। (স্বগত) উঁহুঁ, অসম্ভব! এখন থাক, যখন পেঁড়া খুলবে তখন দেখা যাবে। (বাড়ীর ভিতর পুলিশ দেখিয়া ভীত ভাবে) অ-আয়িমা, ঐ এসেছে! (কম্পিত কলেবর) আমায় ধর গো! (আয়িমার হস্ত ধারণ।)

আয়িমা। (ভীত হইয়া) অ্যাঁ, একি বর্গী যেরে, অ বলা!

বলাই। আয়িমা গো—আমায় ধত্তে—

আয়িমা। ওরে, মেরে ফেল না! কে কোথা আছিস বাপ সকল—আয়না রে, আমার বলাকে বর্গী ধরেছে!

(বলাইকে প্রহার করিতে দেখিয়া)

তবে রে বর্গী, আমি মা'ত্তে জানিনে বটে, দাড়াতো, চেলা কাট আর আঁস বঁটীটে আনি! [প্রস্থান।

জমাদার। এই শালা কাহে চুরী কিয়া ?

বলাই। দোহাই ধরম বাপ—হামি কুচ জানিনা বাবাজি!

জমাদার। (গহণা দেখাইয়া) এ সব কেয়া হায় ?

বলাই। কি জানি বাবা কেসা করে হিঁয়া ও সব চলা আয়া।

জমাদার। লাগাও ডাণ্ডা শালা কো—শালা ডাকু হায়!

বলাই। না বাবা ঠাকুর, হাম ভাল মানুষ হ্যায়, গোবেচারা হায়; এই দেখো হিঁয়া নাক্‌খত দিচ্চি। আর কবি এমন করবো না।

জমাদার। চল শালা ডাকু—আবি ফাটকমে চল।

[বলাইকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

(চেলা কাঠ ও বটি হস্তে আন্নিমার প্রবেশ।)

আন্নিমা। কৈ, ধরতো দেখি কত বড় বর্গী! আমায় দেখে পালালি? কত দূর আর যাবি; আজ সব নাক কেটে পিট চেলা করে ছাড়ব!

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

গণেশের বাড়ীর অন্তঃপুর।

নতমুখে গণেশ আসীন।

গণেশ। (স্বগত) আজ আমার শ্রাদ্ধের জোগাড় হচ্চে না, যা হয় একটা কোরে ফেলি—অসহ্য হয়ে উঠেছে!

(উজ্জ্বলার প্রবেশ।)

উজ্জ্বলা। কৈ, আপিশের ফেরত আমার বাপের বাড়ী যাও নি?

গণেশ। না—তাই ভাবছি।

উজ্জ্বলা। ভেবো এখন পরে—এখন যাও। এই নাও. জামা জুতো পর। বল্লুম, মার অসুখ হয়েছে, একবার দেখে এসো—তা আর হল না।

গণেশ। না—যাই।

উজ্জ্বলা। চট্ পট্—চট্ পট্।

গণেশ। তাইতো—তাইতো—

উজ্জ্বলা। তাইতো কি!

গণেশ। না—(অগ্রসর হইয়া স্বগত) না, এক কাজ করি, ঐ জাম গাছে উঠে বসে থাকি; ঠিক সময়ে এসে ধরব। কি সর্ব্বনাশ!

[উভয়ের প্রস্থান।

(পশুপতির প্রবেশ।)

পশুপতি। (স্বগত) আজ life-এর অর্দ্ধোদয় যোগ। আমি আমার নক্ষত্রদের ধন্যবাদ দি। কবিতাময়ী কোমলাঙ্গিনীর করপল্লব গ্রহণ কোরে কোমল কর মর্দ্দন করব; ঐ যে—ঐ যে—প্রিয়ে আসছে!

(উজ্জ্বলার বেশ পরিধান পূর্ব্বক কুন্তলার ঘোমটা দিয়া আগমন।)

পশুপতি। মুখের ঘেরাটোপ খোল ভাই!

(কুন্তলার স্থির ভাবে অবস্থান।)

পশুপতি। একি ভাই, কথা কইচ না যে! আমি তোমার আশ্রিত, প্রতিপালিত, দাসানুদাস, কথার ভিখারী, চরণের রেণু, সোহাগের বেণু গৃহপালিত ধেনু—কথা কও! সন্ধ্যার এই আধ আলো আধ আঁধারের মধ্যে একবার আমায় আমার বলে ডাক!

(কুন্তলার পশুপতিকে গৃহে যাইতে ইঙ্গিত করণ।)

পশুপতি। আচ্ছা তাই চল!

(উভয়ের গৃহমধ্যে প্রবেশ। দা হস্তে গণেশের প্রবেশ।)

গণেশ। দরজা ভাঙ্গব—দা দিয়ে কাটব—তার পর যা হয় হবে। খুন কোরে ফাঁসি যাব।

(দরজায় লাথি মারিবার উদ্যোগ; তাড়া তাড়ি উজ্জ্বলার প্রবেশ ও গণেশের হস্ত ধারণ।)

উজ্জ্বলা। ও কি?

গণেশ। কি, কি? মারব, কাটব—খুন করব—সব করব—ফাঁসী যাব!

উজ্জ্বলা। মারবে কাটবে কাকে?

গণেশ। যাকে খুসী! উজ্জ্বলাকে!

উজ্জ্বলা। সে কোথায়?

গণেশ। এঁ্যা কে? তুমি! একি! আমি কোথায়? আমি কি আর কেউ, না আর কার বাড়ী ঢুকেছি! গাছের উপর থেকে দেখে ছুটে আসছি—তবে এ কি রকম হল!

উজ্জ্বলা। কি আপদ! তুমি ত সব পার দেখছি! আচ্ছা দাঁড়াও, ঐ গাছের ওপরই আমি তোমায় তুলচি।

গণেশ। (নতমুখে) নাঃ—

[উভয়ের প্রস্থান।

ক্রোড়াঙ্ক।

গৃহাভ্যন্তর।

কুন্তলা, পশুপতি, উজ্জ্বলা ও গণেশ।

উজ্জ্বলা। পশুপতি! এ কি?

পশুপতি। আক্কেল গুড়ুম!

উজ্জ্বলা। তোমাতে আর পশুতে কোন প্রভেদ আছে কি?

পশুপতি। আক্কেল গুড়ুম!

উজ্জ্বলা। সতীকে কলঙ্কিনী ক'ত্তে এসেছিলে— বড় অলঙ্কারের লোভ দেখিয়েছিলে—না? দেখ দেখি, সে জিনিশ কার হাতে?

পশুপতি। আক্কেল গুড়ুম!

উজ্জ্বলা। শুধু গুড়ুম গুড়ুমে হচ্চে না, ও ফাঁকা আওয়াজ; আক্কেলের সেলামী দাও।

পশুপতি। এই নাও—নাকে খত!

(নাকে খত দেওন।)

উজ্জ্বলা। (গণেশের প্রতি) আর তুমি বসে বসে কি দেখছ?

গণেশ। নাঃ, আক্কেল গুড়ুম!

উজ্জ্বলা। সেলামী কই?

(গণেশের নাকে খত দেওন।)

উজ্জ্বলা। চল, এইবার তোমায় গাছের উপর রেখে আসি: কাটারিখানা দিয়ে যে ডালে বসেছিলে সেই ডাল কেটো এখন।

গণেশ। নাঃ—

যবনিকা পতন।